কক্ষে গরহাজিরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ফের আলোচনার প্রস্তাব

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের পরে যে অমিত শাহ তৃণমূলকে ভাঙিয়ে লোকসভায় আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করানোর ছক কষছিলেন, পরিস্থিতির চাপে সেই অমিত শাহকে গোটা বাদল অধিবেশনে সংসদের কোনও কক্ষে দেখা গেল না! বিরোধীরা বলছেন, যন্তর মন্তরের আন্দোলনে শাহ এত কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন যে সংসদে এসেও নিজের ঘরেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

আজও লোকসভায় এফসিআরএ বিল যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো কিংবা রাজ্যসভায় কেরলের নাম পরিবর্তিত হয়ে কেরলম হওয়া এবং সমবায় বিল— তিনটি বিষয়েই অনুপস্থিত ছিলেন অমিত। সংশ্লিষ্ট বিল ও প্রস্তাব পেশ করেন শাহের প্রতিমন্ত্রীরা। কেন তিনি সংসদে এসেও কক্ষে আসছেন না? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ‘‘আমি প্রতিদিন সংসদে আসছি। কিন্তু বিরোধীরা সংসদ চালাতে ইচ্ছুক নয়।’’ শাহের দাবি, হট্টগোলের কারণে রোজ অধিবেশন মুলতুবি হচ্ছে বলেই তিনি কক্ষমুখো হচ্ছেন না। বিরোধীদের পাল্টা বক্তব্য, সংসদ মানে কেবল নিজের ঘরে আসা বোঝায় না। স্বরাষ্ট্র-সমবায় মন্ত্রকের বিল পেশ বা পাশ যখন হচ্ছে, সেই আলোচনায় (বিশেষ করে রাজ্যসভায়) কেন তিনি অনুপস্থিত থাকছেন!

সংসদের শেষ দু’দিনে যাতে অন্তত ছাত্র সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতে পারে, তার জন্য আজ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে তাঁকে বিরোধীদের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ করেন শাহ। অধিবেশন উঠে যাওয়ার মুখে কেন ওই উদ্যোগ, কেন শাহ দশ দিন আগে ওই পদক্ষেপ করলেন না? প্রশ্ন বিরোধীদের। জবাবে কেন্দ্রীয় সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, ‘‘আমি সংসদীয় মন্ত্রী হিসাবে গোড়া থেকেই আলোচনা শুরুর জন্য বিরোধীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বিরোধীরা পালাচ্ছেন। তাঁরা আসলে আলোচনা চান না।’’ রিজিজুর দাবি, ‘‘অধিবেশনের শেষ দিনেও বিরোধীরা ছাত্র সমস্যা নিয়ে আলোচনায় রাজি হলে সরকার সময় বাড়াতে প্রস্তুত।’’

গোড়া থেকেই ছাত্র আন্দোলনে কার নির্দেশে পুলিশ লাঠি ও পেলেট গান চালিয়েছে, তা নিয়ে অমিত শাহের বিবৃতি দাবি করে আসছেন রাহুল গান্ধীরা। অন্য দিকে শাহের দাবি, একটি বিবৃতি দিয়ে ওই আন্দোলনের ব্যাপ্তি বোঝানো সম্ভব নয়। সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন।’’ শাহের দাবি অসার বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা। অতীতে লাদাখের গলওয়ানে চিনের হামলার সময়ে প্রতিরক্ষী রাজনাথ সিংহ বিবৃতি পড়ে দায় সেরেছিলেন। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও বিভিন্ন সময়ে বিদেশ সফরের সাফল্য সংসদে বিবৃতির মাধ্যমে তুলে ধরেন। বিশদ ব্যাখ্যা করেন না। বিরোধীদের দাবি, সেই যুক্তিতেই শাহের বিবৃতিই কেবল দাবি করা হয়েছে। কেননা কেউই তাঁর কাছে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস জানতে আগ্রহী নন।

আদানির রেহাই নিয়ে রাহুলের তিরে মোদী

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: গৌতম আদানিকে আমেরিকায় প্রতারণা মামলা থেকে বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ তুললেন রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, ‘‘ভারত এর বিপুল খেসারত দিচ্ছে।’’

গত কালই আমেরিকার আদালত মোদী-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা খারিজ করে দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের বিচার বিভাগই আদানির বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা খারিজ করে দেওয়ার জন্য আদালতে প্রস্তাব রেখেছিল। নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট তা গ্রহণ করলেও বিচারক নিকোলাস জি গরউফিস ওই প্রস্তাবকে ‘প্রচণ্ড অস্বাভাবিক’ তকমা দিয়েছিলেন। কারণ, আমেরিকার প্রশাসন প্রথমে অভিযোগ তুলেছিল, গৌতম আদানি, সাগর আদানি ও অন্যরা ভারতে কেন্দ্রীয় ও অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য সরকারকে ২০২৯ কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত আদায় করেছিলেন। তার পরে সেই বরাত দেখিয়ে আমেরিকার শেয়ার বাজারে লগ্নিকারীদের থেকে টাকা তুলেছিলেন। পরে আমেরিকার বিচার বিভাগই প্রতারণার অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন করে আদালতে। মামলাটি প্রত্যাহারে রাজি হয়েছে আদালত।

রাহুল তথা কংগ্রেসের তরফে আগেই অভিযোগ তোলা হয়েছিল, মোদী সরকার আদানিকে বাঁচাতে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আপস করে ফেলেছে। আমেরিকার শর্তে বাণিজ্য চুক্তিতে রাজি হয়ে গিয়েছে দিল্লি। আমেরিকার আদালত আদানির বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা প্রত্যাহারে রাজি হওয়ায় রাহুল আজ বলেছেন, ‘‘খালি চোখে যা দেখা যাচ্ছে, তার থেকে অনেক বেশি কিছু রয়েছে। এক জন আপস করে ফেলা প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ভারতকে তার জন্য বিরাট মূল্য চোকাতে হচ্ছে।’’ সরকারি সূত্রের অবশ্য দাবি, এর সঙ্গে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির সম্পর্ক নেই। দু’দেশের মধ্যে চুক্তির কাঠামোতে ঐকমত্য হলেও এখনও চুক্তি সই হয়নি। কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে ভারত চুক্তি করবে না।

> এক জন আপস করে ফেলা প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ভারতকে তার জন্য বিরাট মূল্য চোকাতে হচ্ছে।
>
> **রাহুল গান্ধী**

ফের স্পিকারের কাছে অভিষেকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া কুড়ি জন লোকসভা সাংসদের সদস্যপদ অবিলম্বে খারিজ করার দাবি নিয়ে গত মাসের শেষে, অর্থাৎ চলতি বাদল অধিবশনের মধ্যেই স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তৃণমূলের লোকসভার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপনেতা সৌগত রায়। আজ ফের একই দাবিতে স্পিকারের কাছে গেলেন অভিষেক, সৌগত, প্রতিমা মণ্ডল, কীর্তি আজাদরা। বেরিয়ে অভিষেকের বক্তব্য, “স্পিকারের কাছে কোনও সদুত্তর নেই।”

দলত্যাগ-বিরোধী আইনের আওতায় লোকসভার সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৬ নম্বর ধারার ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়ে ১৯ জুন ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দিয়েছিলেন অভিষেক। আজ অভিষেক বলেন, “আজ ওঁকে এর আগের চিঠি ও পিটিশনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে জানালাম, এই অধিবেশন তো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আপনি ব্যবস্থা নিলেন না। যদি ওই দলকে মান্যতা দিতে হয়, তা হলে দিন। তার পর আমরা আদালতে যাব। অথচ আমাদের সময় থেকে কেটে ওঁদের বলতে দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা যখন বলছেন, তখন তাঁদের নামের পাশে লেখা থাকছে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখকে সামনে রেখে, তৃণমূলের প্রতীক চিহ্নে এঁরা জিতে এসেছেন।” অভিষেকের কথায়, “সুপ্রিম কোর্টের একটা নির্দেশ রয়েছে। ৩ মাসের মধ্যে বিবেচনা করতে হবে। স্পিকার বিবেচনা না করলে, সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি করব।” অভিষেক আজ স্পিকারকে জানান, যে হেতু এই ২০ জনকে তৃণমূলের সাংসদ হিসেবেই দেখানো হয়েছে, তাই তাঁদের পৃথক আসন দেওয়া অবমাননাকর। অভিষেকের কথায় স্পিকার জানান, এই অধিবেশন তো শেষ, সামনের অধিবেশনে তিনি তা করে দেবেন।

তৃণমূলের প্রাক্তন লোকসভার নেতা ও বর্তমান এনসিপিআই নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, “অভিষেকদের কথায় যদি যুক্তি থাকত, এবং স্পিকারের হাতে সুযোগ থাকত, তা হলে ওঁরা যা বলছেন, তা করে দিতেন। এই বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু নেই, তাই স্পিকার পদক্ষেপ করেননি। একটা দলের এক দিকে যদি ২০ জন থাকেন এবং অন্য দিকে ৮, তা হলে সেই অনুযায়ীই বসার আসন দেওয়ার কথা। তিনি তাই আমাকে সামনের আসনটি দিয়েছেন।”

■ ইন্ডিয়া গেটের সামনে ‘তেরঙ্গা যাত্রা’। বুধবার। *পিটিআই*

অনুদান বিল কমিটিতেই পাঠাতে হল কেন্দ্রকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী বিল (এফসিআরএ) নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হল নরেন্দ্র মোদী সরকার। বিরোধীরা ওই বিলটিকে বাতিলের দাবি করলেও, শেষ পর্যন্ত বিলটিকে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-তে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল শাসক শিবির। তবে তাঁর মন্ত্রকের বিল হওয়া সত্ত্বেও আজ লোকসভায় অনুপস্থিত রইলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরিবর্তে ওই সংক্রান্ত প্রস্তাব লোকসভায় পেশ করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। ৩১ জন সদস্যের ওই জেপিসিতে লোকসভা থেকে থাকবেন ২১ জন। বাকিরা রাজ্যসভার। লোকসভা থেকে কারা কমিটিতে থাকবেন, আগামিকাল তাঁদের নাম জানাবেন স্পিকার ওম বিড়লা।

গত মার্চ মাসে বাজেট অধিবেশনে বিলটি লোকসভায় পেশ করেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। বিদেশ থেকে আসা অর্থের সাহায্যে যে ব্যক্তি বা সংস্থা দেশে ধর্মান্তরণে সক্রিয়, তাঁদের আটকাতে সংশোধনী বিলটি আনা হয়। কিন্তু কেরল ভোটের ঠিক আগে বিরোধীরা ওই বিল খ্রিস্টান-বিরোধী বলে প্রচারে নামায় আর এগোয়নি মোদী সরকার। এ বারে বাদল অধিবেশনে বিলটি পাশ করানোর পরিকল্পনা ছিল সরকারের। সংসদের দু’টি কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যা থাকা সত্ত্বেও মূলত বিরোধী ও খ্রিস্টান সংগঠনগুলির চাপে পড়ে, বিলটি পাশ করানোর পরিবর্তে জেপিসিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় শাসক শিবির। যাকে কার্যত সরকারের পরাজয় হিসাবে দেখছেন বিরোধীরা। কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপাল বলেন, ‘‘এক দিকে আরএসএস কোটি-কোটি টাকার বিদেশি অনুদান পাচ্ছে, অন্য দিকে সংখ্যালঘু সমাজ পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে হেনস্থা করতে ওই বিল আনা হয়েছে।’’

আজ গোড়ায় লোকসভার কাজের সূচিতে এর কোনও উল্লেখ ছিল না। পরে অতিরিক্ত কার্যসূচিতে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অমিত শাহের ওই প্রস্তাব পেশের কথা থাকলেও, তিনি লোকসভায় অনুপস্থিত থাকায়, তা পেশ করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। আলোচনায় ডিএমকের টি আর বালু ওই বিল বাতিলের দাবি তোলেন। এস পি নেতা অখিলেশ যাদব বলেন, ‘‘এই সরকারের এমন কোনও বিল নেই যা সংখ্যালঘু বিরোধী নয়!’’ জবাবে সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, ‘‘এফসিআরএ বিল সংখ্যালঘু রোধী-সেই প্রমাণ দিন অখিলেশ।’’ হট্টগোলের মধ্যেই বিলটি জেপিসিতে পাঠানোর প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়।

গুরুত্ব ছোট আর মাঝারি সংস্থাকেও

নিজস্ব সংবাদদাতা

আলাদা করে নয়, শিল্পনীতির সঙ্গেই আসতে চলেছে ক্ষুদ্রশিল্প নীতি। পাশাপাশি, আর্থিক উৎসাহদান ও জমিনীতিও সেই মূল নীতির সঙ্গেই থাকবে বলে বুধবার জানালেন ক্ষুদ্রশিল্প মন্ত্রী দীপক বর্মন। তাঁর দাবি, সম্ভবত এক মাসের মধ্যে শিল্পনীতি আসতে পারে। এই ক্ষেত্রেও জমির ঊর্ধ্বসীমা তোলার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। পূর্বতন সরকারকে দুষে তাঁর মন্তব্য, ‘‘ছোট-মাঝারি শিল্পের জন্য আগের সরকার নীতিই আনেনি। ফলে সবটা দেখে পদক্ষেপ করতে হবে।’’

একই সঙ্গে ছোট শিল্পের প্রসারে নতুন শিল্পতালুক তৈরির বার্তাও দিয়েছেন মন্ত্রী। তবে এখনও তার জমি চিহ্নিত হয়নি। দাবি করেছেন, ক্ষুদ্র শিল্প দফতরের প্রথম কাজ বর্তমান তালুকগুলির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা। শিল্পের ছাড়পত্রের জন্য একজানলা পদ্ধতি, আইন-শৃঙ্খলা ফেরানোতেও জোর দিচ্ছে রাজ্য। আগের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। তাই কর্মতীর্থ বা প্রতি জেলায় শপিং মলের মতো প্রকল্প খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত হবে।

দীপক জানান, রাজ্যের জিআই (পণ্যের ভৌগোলিক স্বীকৃতি) এবং হস্তশিল্পজাত পণ্য দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিতে বিবিধ মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন তাঁরা।

মাথা তুলল খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি

দেশের খুচরো বাজারে যে মূল্যবৃদ্ধির হার আরও চড়তে পারে, সেই বার্তা আগেই দিয়েছিল রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক। বুধবার সরকারি পরিসংখ্যানে প্রকাশ, জুলাইয়ে আশঙ্কা মিলে গিয়েছে। বৃদ্ধি সামান্য হলেও, তা পৌঁছেছে ৪.৪৫ শতাংশে। জুনে ছিল ৪.৩৮%। এর প্রধান কারণ খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি।

সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, আনাজ কিনতে হাত পুড়তে শুরু করেছে ক্রেতার। চিনি থেকে বিস্কুট, চাল থেকে দুধ— প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুর দাম চড়েছে। সরকারি হিসাবও বলছে, জুনের ৫.৩২% থেকে বেড়ে গত মাসে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ছুঁয়েছে ৫.৫২%।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মূল্যবৃদ্ধির জন্য রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা ৪%। সর্বোচ্চ সহনসীমা ৬%। ফলে এই মুহূর্তে দাম বৃদ্ধির হার লক্ষ্য ভেঙে এগোলেও, সর্বোচ্চ সহনসীমার নীচে। তাই হয়তো আরবিআই চলতি মাসের ঋণনীতিতেও সুদ অপরিবর্তিত রেখেছে। তবে এ ভাবে দামের চাপ বাড়তে থাকলে তা বাড়ানো ছাড়া পথ থাকবে না। *নিজস্ব প্রতিবেদন*

তাহেরের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: কর্নাটকে আটকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৯০০ জন পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে পরিচয়পত্র চেয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ২৫০ জন মুর্শিদাবাদের। এই অভিযোগ নিয়ে বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে চিঠি দিয়েছেন এনসিপিআই-এর সাংসদ আবু তাহের। কর্নাটকে কংগ্রেসের সরকার থাকলেও দলের নেতা অধীর চৌধুরী এ নিয়ে চুপ কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

‘বাংলা’ নিয়ে বাক্‌যুদ্ধে ডেরেক আর সুখেন্দু, শমীক চান ‘পশ্চিমবঙ্গ’

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: কেরলের নাম পরিবর্তন (কেরলম) নিয়ে আজ রাজ্যসভায় বাক্‌যুদ্ধে জড়ালেন দুই সদ্য প্রাক্তন সতীর্থ। ডেরেক ও’ব্রায়েন এবং সুখেন্দুশেখর রায়।

আজ বিলটি নিয়ে আলোচনার সময়ে কেরলের বাসিন্দাদের অভিনন্দন জানিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন বলেন “আজ কেরল খুশি, কিন্তু বাংলা বেদনার্ত। কারণ আমরা ৮ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের নাম, ‘বাংলা’ করার প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ করিয়েছিলাম। কিন্তু তা এখনও দিনের আলো দেখেনি।” কেন ‘বাংলা’ নাম হবে, তা নিয়ে তখনই প্রশ্ন তোলেন ট্রেজ়ারি বেঞ্চে বসা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, “বিষয়টি মাতৃভাষার সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ নামের পিছনে একটা অতীত রয়েছে। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়। সেই নামকে ‘বাংলা’ করে দিলে সে দিন যাঁরা দেশভাগের ফলে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁদের সম্মানহানি হয়। আমরা চাই রাজ্যের নাম সব ভাষাতেই পশ্চিমবঙ্গ করা হোক।”

কিন্তু বিতর্ক আরও চড়ে যখন ডেরেক কেরল নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গেই ‘গায়ের জোরে’ সরকারের লোকসভার বিল পাশের সমালোচনায় সরব হন। তিনি দাবি করেন, “গড়ে চার মিনিটে একটি করে বিল পাশ করানো হচ্ছে।” তখনই দাঁড়িয়ে ওঠেন সদ্য বিজেপি সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। বলেন, “এই উল্লেখ বিষয় বহির্ভূত। এর সঙ্গে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নেই।” ডেরেক এর পরেও নিজের বক্তব্যে অটল থাকলে রীতি মতো ‘রণং দেহি’ হয়ে সুখেন্দুশেখর বলেন, “সংসদীয় আইনের ২৪০ ধারায় বলা রয়েছে বিষয়ের বাইরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথা বললে তাঁকে থামিয়ে নতুন বক্তাকে বলতে দিতে হবে। তৃণমূল সাংসদ সেটাই করছেন।”

এই বিতর্ক-পরবর্তী পযায়ে বিলটি পেশ করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। কিন্তু কেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই তা করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডেরেক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোথায় রয়েছেন, তা তিনি জানতে চান। জবাবে, রাজ্যসভার নেতা জে পি নড্ডা বলেন, “এই বিলটি পেশ করেছেন নিত্যানন্দ। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী। সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রতিমন্ত্রী বিল পাশ করাতে পারেন।”

‘অশোকনগরে শুরু হয়নি তেল তোলা’

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: প্রাথমিক ভাবে লক্ষ্য ছিল, গত জুলাই মাস থেকে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে বাণিজ্যিক ভাবে উঠতে শুরু করবে তরল সোনা। যা বদলে দিতে পারে রাজ্যের শিল্প মানচিত্রকে। কিন্তু চলতি মাসে বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের করা প্রশ্নের উত্তরে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, এখনও বাণিজ্যিক ভাবে অশোকনগর তৈলক্ষেত্র থেকে উৎপাদন শুরু হয়নি।

প্রায় এক দশক আগে অশোকনগর এলাকায় সন্ধান চালিয়ে মাটির নীচে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল ভান্ডারের সন্ধান পেয়েছিল ওএনজিসি। ওই প্রকল্পের বাস্তবায়নে দীর্ঘ দিন ধরে কেন্দ্রের কাছে তদ্বির করে এসেছেন শমীক। তিনি বলেন, ‘‘এই প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এর ফলে রাজ্যের কোষাগারে যেমন রাজস্ব আসবে, তেমনই চাকরির সুযোগ তৈরি হবে।’’ অশোকনগর ছাড়া রানাঘাট এলাকাতেও তেলের ভান্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেবল অশোকনগর তৈলক্ষেত্র থেকেই রাজ্য সরকারের একশো কোটি টাকার কাছাকাছি রয়্যালটি পাওয়া কথা। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সুরেশ গোপী, শমীকের করা প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, প্রথম কুয়োতে খননের কাজ ৩০ মে শুরু হয়েছে। তবে বাণিজ্যিক ভাবে তেল উৎপাদন এখনও শুরু হয়নি।

ওই প্রকল্প রূপায়িত হলে দেশের হাইড্রো-কার্বন মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অতীতে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার থাকায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তেল উত্তোলনে পরিকাঠামোগত নির্মাণের কাজ আটকে ছিল। এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে দ্রুত যাবতীয় জট কেটে বাণিজ্যিক ভাবে তেল উত্তোলন শুরু হবে বলে আশা করছেন শমীক। তিনি বলেন, ‘‘রাজ্যের স্বার্থে ওই প্রকল্পে গতি আনতে হবে। দ্রুত যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্র ওই প্রকল্পের বাস্তবায়নে আন্তরিক ভাবে এগোলে বেকারত্বের সমস্যা কিছুটা হলেও মেটানো সম্ভব হবে।’’

এক নজরে

আলু চাষিদের ভর্তুকির ভাবনা

▶▶ আলু চাষিদের সমস্যা মেটাতে এ বার ভর্তুকি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বুধবার মার্চেন্টস চেম্বারের সভায় রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘আলু চাষিদের আগের সরকার রাজ্যের বাইরে ব্যবসা করতে দেয়নি। সেই বাজার হারিয়েছি। ফলে তাঁরা সমস্যায় ছিলেন। তাই এই সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিবহণ বা পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভর্তুকি দেওয়া নিয়ে কথা বলছে। শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’’ রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, আগের সরকারের আমলে চাষিরা ফসলের সঠিক দাম পাননি, বর্তমান সরকার তা বদলাতে বদ্ধপরিকর। এই নিয়ে পদক্ষেপও করা হচ্ছে। পাশাপাশি, কঠিন বর্জ্য কী ভাবে পুনর্ব্যবহার করা হয়, তা দেখতে অগস্টে ইন্দোরে যাবে দিলীপের নেতৃত্বাধীন রাজ্যের প্রতিনিধি দল।

সাময়িক হস্তান্তর

▶▶ কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক ইন্টারনেট (স্যাট-নেট) পরিষেবা দিতে রিলায়্যান্স জিয়ো, ওয়ান ওয়েব ও ইলন মাস্কের স্টারলিঙ্ক-কে সাময়িক ভাবে স্পেকট্রাম দেওয়া হয়েছে বলে সংসদে জানাল কেন্দ্র। এই তিন সংস্থার হাতে পরিষেবা দেওয়ার লাইসেন্স রয়েছে। স্যাট-নেট পরিষেবা দিতে গেলে কী কী সমস্যা হতে পারে, তা বাস্তবে খতিয়ে দেখতেই কিছু দিনের জন্য স্পেকট্রাম সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১,৫৩,৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১,৫৪,২৫০
হলমার্ক সোনার গহনা (৯১৬/২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১,৪৬,৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২,৩৮,৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২,৩৯,০৫০

(দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা)

ডলার, পাউন্ড, ইউরোর বিনিময় হার

	ক্রয় মূল্য	বিক্রয় মূল্য
১ ডলার	৯৪.৯৪	৯৬.০৩
১ পাউন্ড	১২৭.৩৮	১৩০.৫৮
১ ইউরো	১০৮.৬৭	১১১.৬৫

(স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দর)

শেয়ার সূচক

সেনসেক্স:........ ৭৭,৯৬৬.৩৫ (↓১৮৭.৯০)
বিএসই ১০০:........ ২৬,১৩৭.৩০ (↓৫৭.৯৩)
নিফ্‌টি:........ ২৪,৪৩৫.৯৫ (↓৩৫.৭৫)

জোয়ার ভাটা

জোয়ার: ১০টা ১১মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৩ মিনিট। **ভাটা:** বেলা ১টা ৩৬ মিনিট এবং রাত ১টা ৫৫ মিনিট। সূর্য উদয় ভোর ৫টা ১২মিনিট এবং অস্ত সন্ধ্যা ৬টা ১১ মিনিট।

শারদীয়া ১৪৩৩
আনন্দবাজার পত্রিকা
প্রকাশিত

উপন্যাস
প্রচেত গুপ্ত
অমিতাভ সমাজপতি
অজিতেশ নাগ
সৌভিক গুহ সরকার
সোমজা দাস

পুরাণকথা
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

কবিতা
কালীকৃষ্ণ গুহ • রণজিৎ দাশ • অজয় নাগ • কৃষ্ণা বসু
পঙ্কজ সাহা • তিলোত্তমা মজুমদার • অনুপম রায়
প্রবালকুমার বসু • রানা সরকার • সুমন মহান্তি
সুমন গুণ • সোহরাব পাশা • অর্ণব পণ্ডা
পার্থপ্রতিম আচার্য • বিকাশ সরকার • সৌমিত বসু
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় • সুস্মেলী দত্ত
রাজকুমার রায়চৌধুরী • শ্যামলজিৎ সাহা
জয়ন্ত সরকার • শঙ্খশুভ্র পাত্র • সুদীপ চক্রবর্তী
দুলালেন্দু সরকার • সেখ রমজান • পার্থপ্রতিম বিশ্বাস
সনৎ সেন • সায়ন্তনী নাগ • অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়
অর্পণ গুপ্ত • শ্যামশ্রী রায় কর্মকার • সীমা জানা
দীপা পান • সুজিত দাস • তন্ময় চক্রবর্তী
কামরুজ্জামান • তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায় • সুদীপ বসু
রজতশুভ্র মজুমদার • তুষার ভট্টাচার্য • বেবী সাউ
ঋতব্রত মিত্র • দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণ মহাপাত্র • এস মনিরুদ্দিন • জিৎ মুখোপাধ্যায়
কমলেশ কুমার • অভিরূপ মুখোপাধ্যায়
মহম্মদ সামিম • রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দেবাশিস তেওয়ারী • পিয়াস মজিদ • স্নেহাশিস পাল
শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী • অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়
রিমি মুৎসুদ্দি • প্রবহণ চক্রবর্তী • সুদেষ্ণা ঘোষ
পায়েল সেনগুপ্ত • দেবার্ঘ্য সাহা • শুভদীপ দত্ত চৌধুরী

ভ্রমণ
সীমন্তিনী গুপ্ত

গল্প
স্মরণজিৎ চক্রবর্তী
ইন্দ্রনীল সান্যাল
উল্লাস মল্লিক
সাগরিকা রায়
অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়
বিতান সিকদার
সায়ন্তনী ভট্টাচার্য
সুব্রত নাগ

প্রবন্ধ
ঈশানী দত্ত রায় • সেমন্তী ঘোষ
প্রেমাংশু চৌধুরী • সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন চক্রবর্তী • শিশির রায়
শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় • সুমিত ঘোষ

বহুবর্ণ চিত্র
শৈলজ মুখার্জি • লীনা ঘোষ

প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-১, কলকাতা
‘‘নাগাল্যান্ড হাউজ’’, ৯ম তল, ১১ ও ১৩ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮০৩০৯৮, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮১০৬২২, ই-মেল: sbi.04151@sbi.co.in
ই-অকশন নোটিস

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: নবেন্দু নাথ, ই-মেল আইডি: clo1.04151@sbi.co.in, মোবাইল নং ৭০৪৪৬৭৫৮৭৫

পরিশিষ্ট-IV-এ
[রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সেল নোটিস

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পৎ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৯.০৮.২০২৬
সময়: বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ৪.০০টা তৎসহ প্রতিটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ।

জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) ও গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইল যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট রেহানাবদ্ধ রহিয়াছে যাহার বাস্তবিক দখল অনুমোদিত অফিসার, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে **এবং জানমানি ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী মমতা বাগারিয়া (ব্যক্তিগত গ্যারেন্টর এবং শ্রী উত্তম বাগারিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী), শ্রীমতী গীতা বাগারিয়া (ব্যক্তিগত গ্যারেন্টর এবং শ্রী উত্তম বাগারিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী), কুমারী পূর্বী বাগারিয়া (শ্রী উত্তম বাগারিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী), কুমারী লাভিনা বাগারিয়া (শ্রী উত্তম বাগারিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী), মেঃ অঞ্জনিপুত্র রিয়েলটরস প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট গ্যারেন্টর), মেঃ অ্যাওয়ার্ড সাপ্লায়ারস প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট গ্যারেন্টর), মেঃ মামরাজ ভিলা প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট গ্যারেন্টর), মেঃ মিডভেল সিস্টেমস প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট গ্যারেন্টর)-** এর নিকট হইতে জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট বকেয়া বাবদ টাঃ ১১২,১২,৫৮,৯৪৩/- (একশত বারো কোটি বারো লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শত তেতাল্লিশ টাকা) - ৩০.১১.২০২২ তারিখমতো তদুপরি সুদ ও তদ্‌পরে চার্জ উশুলের জন্য ২৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে “যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে” ও “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে” ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংরক্ষিত মূল্য হইবে টাঃ ৪,৫৪,০০,০০০/- (চার কোটি চুয়ান্ন লক্ষ টাকা) এবং বায়না জমা হইবে টাঃ ৪৫,৪০,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা)।

ক্রঃ নং	সম্পত্তি/পরিসম্পদের বিবরণ	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (খ) বায়না জমা (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**Baanknet সম্পত্তির আইডি: SBIN200000392407 (বাস্তবিক দখল অধীন) পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়: ২৪.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ৩.৩০টা হইতে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত** নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ: আবাসিক ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট, বি+জি+৫ তলা বিল্ডিংয়ের ২য় ও ৩য় তলে, বিল্ডিংয়ের নাম ‘জয়সলমীর’ যাহার একত্রে মালিক প্রয়াত উত্তম কুমার বাগারিয়া (দ্রষ্টব্য দলিল নং ৬৫২ তারিখ ১৯.০১.২০০১, ফ্ল্যাট নং ১০৪এ) শ্রীমতী মমতা বাগারিয়া (দ্রষ্টব্য দলিল নং ৬৫৩ ও ৬৫৭ তারিখ ১৯.০১.২০০১, ফ্ল্যাট নং ২০৪এ এবং ১০৪বি) ও শ্রীমতী গীতা বাগারিয়া (দ্রষ্টব্য দলিল নং ৬৫৬ তারিখ ১৯.০১.২০০১, ফ্ল্যাট নং ২০৪বি) অবস্থান: প্রেমিসেস নং ৬, অশোকা রোড, আলিপুর, কলকাতা ৭০০০২৭, একটি দ্বিতল ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট আনুঃ বিল্টআপ এরিয়া ৩৩৮০ বঃফুঃ তৎসহ ৪টি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস। দায়: ব্যক্তিগত গ্যারেন্টরগণ ইহা অভিযোগ করিয়াছেন যে প্রাথমিক ইকুইটেবল মর্টগেজ সৃষ্টি হইবার পরবর্তী সাত বছরে পৃথক পৃথক স্বত্বের দলিল মারফৎ সম্পত্তির ২য় ও ৩য় তলে জামিনযুক্ত পরিসম্পদের সংলগ্ন দুইটি টেরেস তাহারা ক্রয় করিয়াছেন এবং টেরেসের প্যাসেজ, যাহা জামিনযুক্ত পরিসম্পদের মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহার অধিকার তাহারা ভোগ করেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৮২-এর সম্পত্তি হস্তান্তরের আইনের ৭০ ধারার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হইয়াছে যে,‘‘ **বন্ধকীকৃত সম্পত্তিতে অধিগমন-** যদি বন্ধকের তারিখের পরে বন্ধকীকৃত সম্পত্তিতে কোনো অধিগমন হয় সেক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতা বিপরীতার্থক কোনো ঠিকাচুক্তির অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তার সকল কারণে এইরূপ অধিগমনের যোগ্য হইবেন।’’ সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি (যদি থাকে) তা কেবল নিলামের ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।	(ক) টাঃ ৪,৫৪,০০,০০০.০০ (খ) টাঃ ৪৫,৪০,০০০.০০ (গ) টাঃ ১,০০,০০০.০০

সম্পত্তির জন্য খোঁজখবর

ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট:	ই-অকশন ওয়েবসাইট:	সম্পত্তির লোকেশন:
https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others	ইউআরএল: https:// baanknet.com	SBIN200000392407

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক জামিনযুক্ত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others-তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক এবং https://baanknet.com

তারিখ: ১৩.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বাঃ/-
অনুমোদিত অফিসার, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক